https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পুতুল নাচের ইতিকথায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

দীপঙ্কর কোটাল [১]

Abstract

This paper discussed 'Putul Nacher Itikatha' a Bengali novel by Manik Bandopadhy.This is a psychological novel. The center of the novel is the village of Gaudiya and the people of this village. 'Putul Nacher Itikatha' is a novel by Manik Bandyopadhyay based on rural life, characterized by a focus on scientific curiosity and humanistic values. The story of the puppet dance is not directly narrated anywhere, but the story of the puppet and the topic of puppet play are mentioned several times. From the beginning of the novel, a strange play of unseen destiny begins. Shashi doctor finds the body burnt by a lightning strike and with the help of Govardhan brings it to the village. Then, the body is cremated with the help of the people.

In the second chapter, the author skillfully presents Shashi's family and family identity. In the first part of the story, it is seen that Shashi doctor completes his medical education in Kolkata and starts living in the village permanently. He devotes himself to the service of the people of the village. The tension between Shashi doctor and Haru Ghosh's daughter Moti and daughter-in-law Kusum is the subject of the story, and several of his anecdotes (Kumud, Moti, Bindu, Nandalal) are also included in the book. All in all, it is the history of the tragic failure of the mechanical life of living puppets the story of 'Putul Naher Itikatha'. In this novel, the author shows that the overall effort of man, the fulfillment of his desires or the outcome is not in his own puppet. In the face of the unerring directives of an unknown force, the human role is merely that of a puppet.

Keyword: *Psychological Novel, Freudian Theory, Classical Novel, Social Reform and Sexuality, Fatalism and the Metaphor of the Puppet Dance.*

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref)Prefix: 10.63431

AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

(১)

বিস্ময়কর রঙ্গমঞ্চ আমাদের এ জীবন।প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই জগতে প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র জীবন বৈচিত্র্য নর-নারীর এক অমোঘ আকর্ষণ, যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা ভুয়োদর্শনের উপর অন্ধ বিশ্বাস, সার্থক জীবনের নামেএক মরিচিকার পিছে ছুটে চলা এসব মিলিয়ে ফুলে ফেপে ওঠা জীবনকে সঙ্গী করে আমাদের বেঁচে থাকা। জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলোর উপর যখন আমরা নিয়ন্ত্রণ হারায় তখন মনে হয় আমরা পুতুলই বৈকি। অজানা কোনে এক সুতার টানে নেচে যাই, অভিনয় করে যাই জীবনের মঞ্চে। বইটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এক গ্রাম্য যাপিত জীবনের গল্প। আপাতদৃষ্টিতে যাকে বৈচিত্রহীন, সংকীর্ণ স্বকেন্দ্রিক বলে ভুল হয়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন এর মাঝেও আছে কত বৈচিত্র্য ক্ষুদ্র- বৃহৎ ঘটনা প্রবাহের কত বিশাল প্রভাব সেখানকার মানুষগুলোর জীবনে। তারা

[১] *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.87-90
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.87-90
Received on 1st March, 2026 & Accepted on 10th March, 2026, Published: 31st March, 2026

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাস করে এক ঘোর লাগা জীবনে। নিজেদের সৃষ্ট সুতোর জালে নিজেরাই আটকে পড়ে অনেকটা পুতুলের মতো নেচে যায় তারা অদৃশ্য কোন শক্তির দ্বারা প্রবাহিত হয়ে। উপন্যাসটির মূলেই মৃত্যু। সেই প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মৃত্যু ছায়ার মত তাড়িয়ে বেড়ায় পাঠক কে। হারু ঘোষের তড়িৎ স্পৃষ্ঠ পরিণতি প্রায় শৈল্পিক দক্ষতায় বর্ণনা করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাসের নায়ক শশী জীবনের যে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাদের প্রভাব যেন অসংলগ্ন বলে মনে হয়। শশীর জীবনের প্রধান সমস্যা তার প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তার প্রতি এক প্রকারের অবর্ণনীয় দুর্বোধ্য আকর্ষণ। শশীর দীর্ঘকাল তার অনুচ্চারিত ভালোবাসা নিয়ে খেলা করেছে তার ডাকে কোন সাড়া দেয়নি। কি কঠিন অসুখী মন। ওষুধ দিয়ে রোগ সারাতে জানে কিন্তু মনের খবর বোঝেনা।জীবন ও মৃত্যুর কাঁটাতারের মাঝে রোগী ঘাটতে ঘাটতে সে ভুলেই যায় সে কি চায়। এক টুকরো মনের সন্ধান বোধ হয়। তাই বুঝি সে কুসুমকে বলে- 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম? ।"

'পুতুল নাচের ইতিকথায়' শশীকে নিজের জায়গায় কল্পনা করতে কষ্ট হয়নি। যদিও শিক্ষিত যুবক গ্রাম্য ডাক্তার তবে অতি আবেগী এক ছেলে। নিজেকে সে যত জানতে চাই, ততই সে দুঃখী হতে থাকে। মাঝে মাঝে জগতকে তার বিশ্বাদ লাগে লাগে আবার মাঝে মাঝে জগৎকে স্বাদ লাগে।কোনঠাসা শশী, কুমুদের মতো শান্তির খোঁজ পায় না। পায়না নিশ্চয়তার আচ্ছাদন।

সে তল পায়না কুসুমের তীব্র অভিভূত মনের।হাফিয়ে ওঠে ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধে। বন্ধু বানায়, বন্ধু হারায়। সত্যিই তো, -'মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে এক রকম থাকবে বদলাবে না?'শশী আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ। ডাক্তারি পাস করে নিজে গ্রামে ফিরে এসে মানুষকে সেবা দিচ্ছে। গ্রামে একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত নেই। চারিদিকে অশিক্ষিত,কুসংস্কারগ্রস্থ মানুষ। গ্রামের জীবনে হাঁপিয়ে ওঠে সে, গ্রাম সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণা- 'পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা :ভ্যাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা,কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।' গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা তার বারবার মনে হলেও এক তরুণীর দ্ব্যর্থক ইশারা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রাখে। যদিও কুসুমকে গ্রাম বা শহরের সাধারণ আর দশটা তরুনীর সাথে তুলনা করলে অন্যায় করা হবে কুসুম অনন্যা।সেই অকপটে মিথ্যা কথা বলে, ধরা পড়লে দুষ্টু হাসিতে মেনে নেয়, নিষিদ্ধ কথা বলতে পারে অবিচলিতভাবে, কথোপকথনের সুর সে ঠিক করে দেয়, তার আত্মবিশ্বাসকে সবাই সমীহ করে, ভয় করে।

(২)

স্থান কাল বিবেচনা করলে ধারণা করা যায় কুসুম কেমন ভয়ানক আকর্ষণীয় নারী। নিষিদ্ধ বস্তুর আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়ে কুসুমকে সৃষ্টি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে ভীষণ রহস্যময়ী, তার রসিকতা হতে পারে নিছক কৌতুক, হতে পারে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত, সেই রহস্য ভেদ করতে বেপরোয়া হতে হয়, সম্মানহানির ঝুঁকি নিতে হয়। আমার দৃষ্টিতে উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল প্রেম এবং অবশ্যই কুসুমের সুরসুরি দেওয়া সংলাপ গুলি তারপর মানিকের সাইকোলজিক্যাল বিশ্লেষণ ক্ষমতা ঝরঝরে ভাষায় তার প্রকাশ। পরানের বউ কুসুম তো শশীর মতো কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে জানে না। উপন্যাসের নায়িকার মতো প্রেম নিবেদন করতে জানে না। কুসুম তার ব্যাকুলতা গ্রামের সাধারণ বউয়ের সহজ নাটুকের অজুহাতকে ভাষা বানিয়েছে।শশী সব বোঝে। সেও বুঝে কিন্তু শশীর স্বপ্ন বিভোর আড়ষ্ট নীরব মন তো অঞ্জলি নেয় না। যখন কুসুম বলে- 'দশ বছর খেলা করেও কি স্বাদ মেটেনি? আমরা মুখ্য গেঁয়ো মেয়ে এসব খেলার মর্ম তো বুঝি না, কষ্টে মরে যাই'।কাহিনী যত সামনে এগোয় সম্পর্কের টানা পড়েন জটিল কিছু পরিস্থিতির জন্ম দেয় যা শশীর পক্ষে অসহনীয়। এসব নিয়ে শশীর গম্ভীর স্বগতোক্তি নেই তবু গভীরভাবে প্রভাব রেখে যায় শশীর মনে। কুসুম ম্লান মুখে যখন বলে - 'আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, আপনি এত বোঝেন! লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তা-ও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না?' কুসুমের এই কথাগুলির অন্তরালে যত অর্থ ছিল ক্রমে ক্রমে শশী তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। একদিন দুদিন নয় অনেকগুলি সুদীর্ঘ বছর ধরে তার জন্য কুসুম পাগল হয়েছিল,তারপর ক্রমে ক্রমে তার সে উন্মাদ ভালোবাসা নির্জীব হয়ে এসেছে,হয়তো মরে গেছে। কে বলতে পারে?আজ এ ঘটনা শশীর কাছে যত ভয়ানক মনে হোক, এই পরিণতিই তো স্বাভাবিক। কুসুমকে আর কোনদিন শশী ভালবাসতে পারবে না,কষ্টে শশী ছটফট করে।ফুটে ঝরে গেছে, কুসুম মরে গেছে, চোখের সামনে,তারই অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে তাই হয়তো - 'মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।'

(৩)

উপন্যাসে গোপাল হচ্ছে শশীর বাবা। গোপালের চরিত্র আমাদের দেখিয়েছে ভয়াবহ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক এক মানুষের জীবনযাত্রাকে যারা সুখ খোঁজে অর্থ সম্পদে, ক্ষমতার প্রকাশে। আর চায় এসবের মাঝে তাদের অস্তিত্বকে অমর করতে। মানুষটা আংশিক ভিলেন টাইপের। গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি কর্তব্যবোধ যদিও তার আছে কিন্তু হিংসা বিদ্বেষের মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য তার

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

চরিত্র প্রকট, টাকা-পয়সা সম্পদের প্রতি লোভও আছে। নিজ কন্যার প্রতি গোপালের অবহেলা চোখে পড়ে, পুরুষ প্রধান সমাজ বলে কথা। কিন্তু মহান বৈশিষ্ট্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় পুত্র শশীর প্রতি তার ভালোবাসা। আর দশটা বাবার মতোই সন্তানকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসেন গোপাল। গোপাল ছেলের জন্য সব করতে পারেন অথচ ছেলের সাথে তার ব্যক্তিত্বের বিরোধ মেটাতে পারেন না। পুত্র শশী সুশিক্ষিত, সহানুভূতিশীল, মহানুভব, উদার প্রকৃতির মানুষ সংকীর্ণমনা পিতার স্নেহের টান অনুভব করে না। হৃদয়বিদারক হলেও সত্যি গোপালের সাথে শশীর মানসিক দূরত্ব হইতো ঘোচার নয়। তারপরেও পুত্রের জন্য পিতার যে ঐশ্বরিক পক্ষপাতিত্ব আমরা পুতুল নাচে দেখি। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা অনুভব করে সেটা কি আমাদের নিজের পিতার কথা মনে করিয়ে দেয় না?এইখানে লেখক মানিকের সার্থকতা, কি মমতা দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার চরিত্রটি গড়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শশী ডাক্তার, গোপাল, বিন্দু প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যে কাউকে কম মনে করা যায় না। বাস্তব জীবনের মতই, এখানে কেউ ভালো না আবার একেবারে খারাপও না। প্রত্যেকেই নিজের জায়গা থেকে সঠিক আবার তারা জীবনের পথে চলতে গিয়ে ভুল করে ফেলে আর এই চরিত্রগুলোর যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তা মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

(৪)

শশীর বন্ধু কুমুদ।কুমুদকে আসলে জগতের জন্য সহনশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে সবকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পায়।জগতের কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রকৃত সুখী যাকে বলে। মতিকে কি দারুন ভাবে বশ করিয়ে নিয়েছে তার জীবনের সাথে। ঘোর লাগিয়েছে কুমুদের বোহামিয়ান জীবনধারা। অনর্থক চাওয়া- পাওয়ার জালে আটকে পড়া এ জীবনকে এক চমৎকার অর্থহীন অর্থ দিয়ে ফেলেছে সে। প্রত্যাশার পাহাড় অবহেলা করে বেঁচে থাকাকে রূপ দিয়েছে এক গতিশীল কাব্যে, এক ছন্নছাড়া জাদু বাস্তবতায়। জীবন মানে তার কাছে শুধু কোন কিছুর মোহে ছুটে বেড়ানো নয়,বরং নির্মোহ
এক প্রত্যাশায় জীবনকে ছুটিয়ে বেড়ানো।

যাদব নিজেকে মহাপুরুষ প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়ে যায়। যার সর্বশেষ পরিণতি হয় নিজ ইচ্ছায় মৃত্যু। যাদবের মত রহস্যময় মানুষের রহস্য সত্য -মিথ্যায় জড়ানো। যাদবের মিথ্যা চিরকালের জন্য সত্য হয়ে যায় তার মৃত্যুর মাধ্যমে।মানিকবন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়ে গেছেন সত্যের মোড়কে ঢাকা এক ভয়াবহ মিথ্যার গল্প । সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত থাকার আশায় মৃত্যু ধন্বন্তরি পুরুষ!যুগ যুগ হয়তোবা এভাবে টিকে আছে আপাতদৃষ্টিতে পাপ পতনের হাত থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে চলার নামে জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলা কোন ভুয়োদর্শন।'মিথ্যারও হয়তোবা মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করে দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হয়েও থাকতে পারে মিথ্যা।' শশীর নিজের সত্ত্বার সাথে নিজের দ্বিমুখিতা, কুসুমের মন হঠাৎ করে মরুভূমির মতো শুকিয়ে যাওয়া, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা পরান, গোপালের এমন অদ্ভুত স্বার্থপরতা, গ্রামের কিশোরী মেয়ে মোতির হঠাৎ সংসারী হয়ে ওঠা, কুমুদের এমন ভবঘুরে জীবন কিংবা জয়ার সেই ভালোবাসা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।হয়তোবা জীবন মানেই এভাবে বিচিত্রভাবে, খাপছাড়া ভাবে বেঁচে থাকা। জীবনকে শ্রদ্ধা করে তাকে আনন্দময় করে তুলে সবার সাথে যুক্ত হয়ে, বাঁচার মতো করে বেঁচে থাকা। এটাই হয়তো আমাদের জীবন নামের পুতুল নাচের ইতিকথা।

(৫)

মানুষের জীবনকে আড়ালে বসে কেউ একজন খেলাচ্ছেন বলে আমাদের অনেকের বিশ্বাস। মানুষ তার জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেনা,তাই মানুষের জীবনে এতটা অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। সময়ের সাথে সাথে মানুষের পছন্দ -অপছন্দ, চাওয়া -পাওয়া, নাটকীয় ভাবে বদলে যায়। কখনো নিজের কাছে নিজেকে দুর্বোধ্য মনে হয়। দিনের শেষে সবাই নিয়তির হাতে গড়া পুতুল,আড়ালে যেন নাচাচ্ছেন। উপন্যাসে তাই কুসুমের বাবা অনন্ত বলেছেন -'সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মনস্তাত্ত্বিক কথা -

১. সব মানুষের মধ্যে একটা খোকা থাকে, যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টি ছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামি লইয়া সময়ে সময়ে খেলা করিতে ভালোবাসে।
২. 'মিথ্যারও হয়তোবা মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করে দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হয়েও থাকতে পারে মিথ্যা।'

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

৩. গ্রামের লোকেদের অনুমান সত্যিই প্রখর, সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিয়া বলিয়া দিতে পারে বিকালে বৃষ্টি হইবে। বিকালে যদি নেহাত বৃষ্টি নাই হয় সে অপরাধ অবশ্য আকাশের।

৪. যে কাঁচা মনে বিনা কারণে সর্বদা আনন্দ ভরিয়া থাকে, কোন একটা তুচ্ছ কারণে মনে যাহার উত্তেজিত সুখ হয, যে সুখের সংজ্ঞা না জানিয়া সুখী, সেই প্রকৃত সুখী।

৫. সংসারের যেখানে যত টাকা সেখানে তত নারী, সেখানে তত পাপ।

এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন যে মানুষের সামগ্রিক প্রয়াস, ইচ্ছা, বাসনার পূর্ণতা কিংবা অপূর্ণতার পরিণাম তার নিজের হাতে নেই। এক অজ্ঞাত শক্তির অমোঘ পরিচালন নির্দেশের কাছে মানুষের ভূমিকা নিছক পুতুলের মতো।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, প্রকাশ ভবন, ২১ মে, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা -১৮২,২১৬।

২. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, ‘কালের প্রতিমা’, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল -১৯৭৪, দে’জ পাবলিশিং, পৃ -৮৪।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনা সমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি -২০১০, পৃষ্ঠা - ৪৭১।

৪. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার, কল্লোল যুগ, পৃষ্ঠা -৫১

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ‘বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা’ মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ -১৩৪৫, পৃষ্ঠা -২৮০।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431